

“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

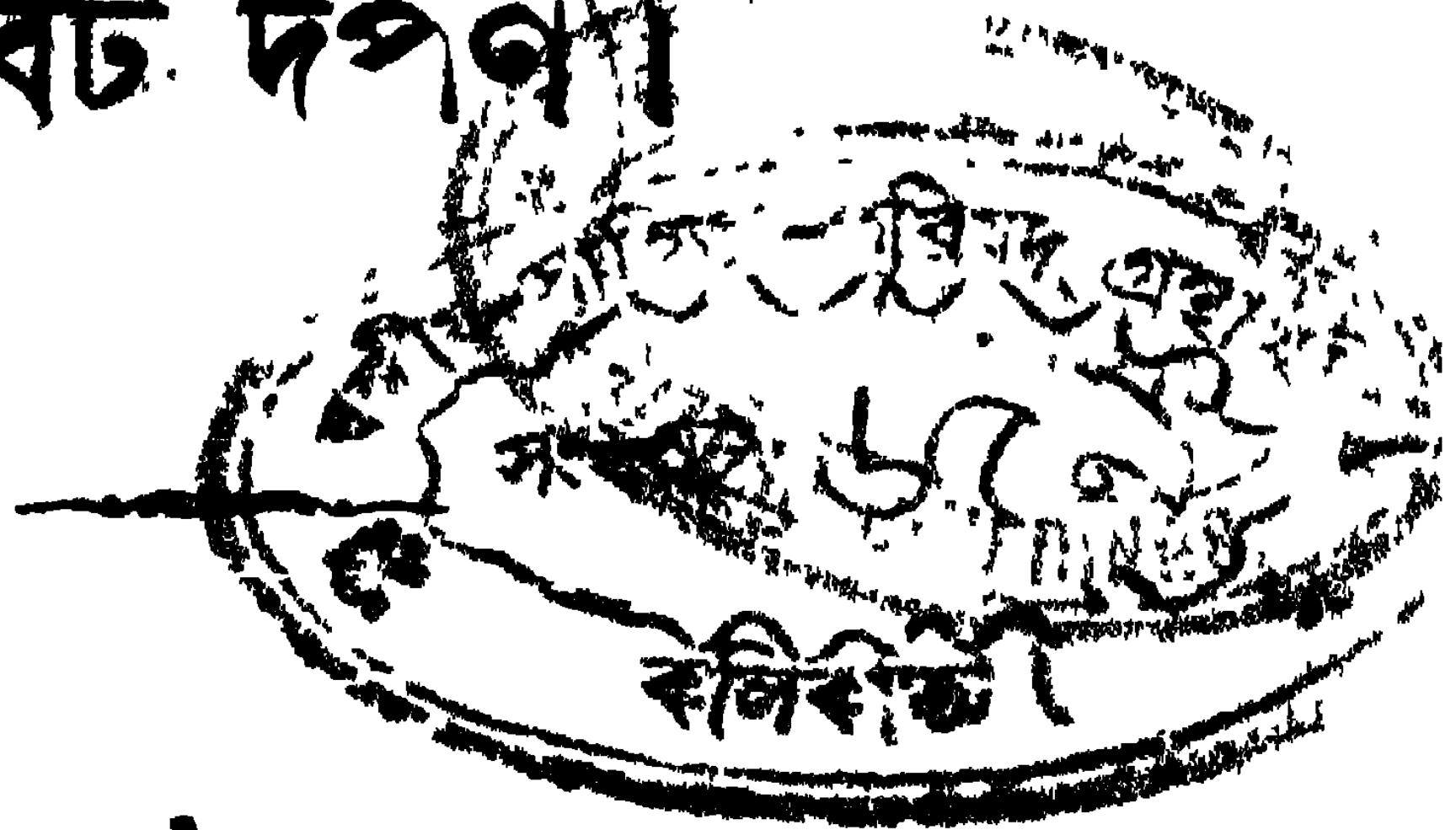


মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DME K-69)

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীশ্রীবর্ষণ নন্দীশ্বর

জীবট দর্পণ।



শ্রীশ্রীরাধাকৃণ্ডাসী (ব্রজমোহন) দাস কর্তৃক
অনুদিত ও প্রকাশিত।

৬১নং বোবাজার ষ্ট্রট, কলিকাতা ;

কুস্তলান প্রেসে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২৩ সাল।

মূল্য দেড় / ১০ আনা।

গ্রন্থ সম্বন্ধে নিবেদন—

অনেকে শ্রীবর্ষাণ নন্দীশ্বর ও জাবটে আগমন পূর্বক প্রাচীন লীলাশ্রলী ও তীর্থ দর্শনের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন ; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ না থাকা গতিকে তাঁহাদের এ বাসনা সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হয় না। অতএব তাঁহাদের অভাব ও অসুবিধা মোচনের নিমিত্ত বর্ণিত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইলেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থদ্বারা যদি কাহারও উপকার দর্শিতে পারে, তাহা হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি ১৩২৩ সাল, জ্যৈষ্ঠ।

নিবেদক,
শ্রীব্রজমোহন দাস,
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।



শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।

চতুর্থ খণ্ড

শ্রীশ্রীবর্ষাণ নন্দীশ্বর ও জাবট দর্পণ ।

শ্রীশ্রীবর্ষাণ ।

শ্রীশ্রীবর্ষাণনুপুরের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম । পশ্চিমদিকে উচ্চপর্বতের উপরে শ্রীশ্রীরাধিকাজীউর মন্দির পরম শোভা বর্ধন করিতেছেন । ঐ মন্দিরের ঈশানকোণে চতুর্ভুজ ব্রহ্মা ও শ্রীরাধিকার শৈশব কালের চরণ চিহ্ন, তদনন্তর নীচে বাইবার সময় বাস্তার পার্শ্বদেশে শ্রীরাধিকার পিতামহ শ্রীশ্রীমহীভানুব মন্দির, তদনন্তর শ্রীশ্রীবর্ষাণ কীর্তিদা ও শ্রীদামজী, সম্মুখে অষ্টসখীর মন্দির । তদনন্তর গ্রামের পূর্বভাগে শ্রীশ্রীবর্ষাণমহাবাজের কুণ্ড ভানুখোব নামে বিখ্যাত । তাহার বায়ুকোণে শ্রীশ্রীকীর্তিদা কুণ্ড । ভানুখোরের নৈঋতকোণে বিহারকুণ্ড, তাহার উত্তরে চিকশালী গ্রাম (চিত্রা সখীর জন্মস্থান) । তাহার উত্তরে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ রাস্তা শাকরীখোর নামে সুবিখ্যাত । ঐ বাস্তার পূর্ব সংলগ্ন পাহাড়ের উপরে বিলাসগড়, তথায় মনোরম হিঙোলা ও রাসমণ্ডল এবং বিলাসমন্দির অবস্থিত । শাকরীখোরের পশ্চিম সংলগ্ন পাহাড়ের উপরে দানগড়, তথায় দানমন্দির ও হিঙোলা । তদনন্তর চিকশালী ও বিহারকুণ্ড হইয়া অগ্রে গমন করিলে শ্রীদোহনীকুণ্ড পাওয়া যায় । তদনন্তর শ্রীশ্রীগঙ্গরবন ও তন্মধ্যবর্তী কুণ্ড ।

গহ্বরবনের বায়ুকোণে পর্বতোপরি ময়ূরকুটী অবস্থিত। তথায় শ্রীবল্লাভাচার্য্যের বৈঠক। গহ্বরবনের নৈঋতকোণে পাহাড়ের উপবে মানপুরা গ্রাম। তাহার উত্তরে মানগড় ও মানমন্দির। তাহার উত্তরে জয়পুররাজ মন্দির হইয়া শ্রীশ্রীরাধিকাজীউর মন্দির বিরাজমান। শ্রীবর্ষাণের বায়ুকোণে মুক্তাকুণ্ড। তাহার বায়ুকোণে শ্রীশ্রীউচগাঁও। ঐ গ্রামের অগ্নিকোণে শ্রীশ্রীবলদেবজীউর মন্দির ও ত্রিবেণীকূপ। গ্রামের পশ্চিমে দেহিকুণ্ড, ঐ কুণ্ডের ঘাটের উপরে শ্রীরাধিকার চরণচিহ্ন বিরাজমান। তাহার অল্প ব্যবধানে শ্রীশ্রীনারায়ণভট্টজীউর সমাধিস্থান। তাহার নৈঋতকোণে বিহাবলী নামাস্তর আলতাপাহাড়ী অবস্থিত।

ইতি শ্রীশ্রীবল্লাভানুপুর দর্পণ সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীবর্ষাণপুরীর উত্তরে পিরলকুণ্ড নামাস্তর পিরিপুকুর। তাহার দেড় মাইল উত্তরে প্রেম সর্বোবর। তথায় শ্রীবল্লাভাচার্য্যের বৈঠক অবস্থিত। তাহার দেড় মাইল উত্তরে শ্রীশ্রীসঙ্কেত গ্রাম। ঐ গ্রামের অগ্নিকোণে বিহ্বলকুণ্ড। গ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীসঙ্কেতবিহারীজীউ বিরাজমান। গ্রামের পশ্চিম ভাগে কৃষ্ণকুণ্ড। ঐ কুণ্ড তীরে শ্রীবল্লাভাচার্য্যের বৈঠক। গ্রামের উত্তর ভাগে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীব ভজন-কুটুরী, নিকটে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুব উপবেশন স্থান, তন্নিকটে শ্রীশ্রীরাধাবিহাবলী। তাঁহার নিকটে শ্রীশ্রীসঙ্কেতদেবী বিরাজমান। সঙ্কেত গ্রামের তিন মাইল উত্তরে শ্রীশ্রীনন্দীশ্বরপুরী নন্দগ্রাম নামে বিখ্যাত।

শ্রীনন্দগ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। পর্বতের উপরিভাগে শ্রীনন্দীশ্বরপুরী মণ্ডলীভাবে অবস্থিত। মধ্যস্থ চূড়ার উপরি শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীব্রজরাজ নন্দ ও শ্রীযশোদামাতার মধ্যভাগে সুললিত ত্রিভঙ্গবেশে

দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যুগল ভ্রাতা দর্শকগণের চিত্তাকর্ষণ ও অভীষ্ট পূর্ণ করিতেছেন। বস্তুতঃ দর্শন করিবার সময় তাৎকালিক অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। শ্রীনন্দমহলের চতুর্দিকস্থ ছত্রির উপরে দাঁড়াইয়া শ্রীব্রজের অতুলনীয় শোভা সন্দর্শনে এবং তৎসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব লীলাকাহিনী শ্রুতিপথে উদয় করিয়া ভাবুকগণের মনে যে কি এক অনির্কচনীয় ভাবের উদয় করে তাহা বর্ণনাশীত। শ্রীমন্দিরের উত্তর দিকে শ্রীশ্রীনন্দীশ্বর মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। নন্দীশ্বরের চতুর্দিকে যে ছাশানকুণ্ড আছেন পর্যায়ক্রমে তাহাদের নাম ও স্থিতি নির্দেশ করা যাইতেছে, যথা,—

শ্রীনন্দভবনের উত্তর দরজার পার্শ্বে ১। সিংহপৌরী, নন্দগ্রামের ঈশানকোণে ২। সাঁচকুণ্ড, তদুত্তরে ৩। শ্রীশ্রীপাবন সরোবর, কুণ্ডের দক্ষিণ তীরে শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজনকুটুরা এবং উত্তর তীরে শ্রীশ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক। পাবনসরোবরের ঈশানকোণে ৪। শ্রীশ্রীনন্দীশ্বর তড়াগ নামান্তর ক্ষুদ্রাহারকুণ্ড, তাহার উত্তরে ৫। মতিকুণ্ড, তাহার উত্তরে ৬। ফুলয়ারীকুণ্ড, তাহার পূর্বে ৭। বিলাসবট, তাহার পূর্বে ৮। সাহসী নামান্তর সারসকিকুণ্ড, তাহার অগ্নিকোণে ৯। শ্রাম-পিপ্পী, তাহার অগ্নিকোণে ১০। বটকদম, তাহার অগ্নিকোণে ১১। কেয়াড়ীবট, তাহার দক্ষিণে ১২। টেরকদম, তথায় ময়ূরকুণ্ড, এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর ভজনকুটুরী বিরাজমান। এখানে শ্রীশ্রীরাসমণ্ডল অবস্থিত। টেরকদমের দক্ষিণে ১৩। আশেশ্বরকুণ্ড ও আশেশ্বর মহাদেব। তাহার পশ্চিমে ১৪। জলাবিহারকুণ্ড, তাহার পশ্চিমে ১৫। চন্দ্রকুণ্ড, তাহার বায়ুকোণে ১৬। কুমাকী, তাহার দক্ষিণে ১৭। কুকেশ্বর, তদক্ষিণে ১৮। কৃষ্ণকুণ্ড নন্দগ্রামের পূর্ব সংলগ্ন ভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাহার পূর্বে ১৯। সেহেন, তাহার দক্ষিণে ২০। বেহেক,

তাহার পূর্বে ২১। যোগীয়া, তাহার পূর্বে ২২। যোগরাকি।
 তদগ্নিকোণে ২৩। ভাণ্ডারবট, তাহার পূর্বে ২৪। লেওবট, তাহার
 দক্ষিণে ২৫। অক্রুর (এখানে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন প্রস্তর উপরে
 ছিলেন; অল্প দিবস হইল কোন সাধু উহা উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন)।
 শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে মথুরায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত শ্রীনন্দীশ্বরে আগমন
 করিবার সময়ে রাস্তায় এখানে অক্রুর শ্রীকৃষ্ণ চরণচিহ্ন দেখিতে পাইয়া
 ঐ চরণচিহ্নের অশেষ স্তুতি করিতে করিতে ভাবে মত্ত হইয়া এখানের
 ব্রজরজে ধুলায় লুপ্তিত হইয়াছিলেন। এবং এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম
 অক্রুরের সঙ্গে প্রথম মিলন দ্বারা অক্রুরকে সাদর সন্তাষণ ক্রমে মথুরার
 বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অক্রুরের নৈঋতকোণে ২৬। বস্ত্রবনকুণ্ড,
 তাহার দক্ষিণে ২৭। ডুমনবন, তাহার পশ্চিমে ২৮। বিমকী-রিমকী
 কুণ্ডদ্বয়। তাহার বায়ুকোণে শ্রীশ্রীপোর্ণমাসী গোফা ও ২৯। কুণ্ড,
 তাহার উত্তরে ৩০। পারলখণ্ডী, তাহার পশ্চিমে ৩১। মোহনকুণ্ড
 নামান্তর বিশাখাকুণ্ড, তাহার বায়ুকোণে ৩২। শ্রীললিতাকুণ্ড, কুণ্ডের
 উত্তরাংশে হিন্দুলবেদী বিরাজমান। এই কুণ্ডের পশ্চিমে ৩৩। নারদকুণ্ড,
 তাহার পশ্চিমে ৩৪। শ্রীস্বর্ধাকুণ্ড, তাহার অগ্নিকোণে ৩৫। শ্রীউদ্ধব-
 কেওয়ারী ও উদ্ধববৈঠক। এখানে শ্রীউদ্ধব দশ মাস কাল বাস করিয়া-
 ছিলেন। তাহার পশ্চিমে ৩৬। শ্রীশ্রীনন্দবৈঠক, গাভী দোহনের সময়
 এখানে প্রত্যহ নন্দমহারাজ উপবেশন করিতেন। তাহার পশ্চিমে
 ৩৭। শ্রীশ্রীযশোদাকুণ্ড ও হাউ, তাহার উত্তরে ৩৮। মধুহৃদন কুণ্ড।
 কুণ্ডের ঈশানকোণে শ্রীনৃসিংহজীউর মন্দির। ঐ কুণ্ডের উত্তরে ৩৯।
 শ্রীযশোদার দধিমহুনের মাঠ। তাহার নৈঋতকোণে ৪০। দধিকুণ্ড,
 তাহার নৈঋতকোণে ৪১। কারেলো, তাহার অগ্নিকোণে ৪২। রাব্রী-
 কুণ্ড। তাহার দক্ষিণে (কিক্কিং পূর্বদিশা) ৪৩। কেম, তাহার

নৈঋতকোণে ৪৪। রেম, তাহার বায়ুকোণে ৪৫। মাকীরকুণ্ড।
 তাহার পশ্চিমে ৪৬। পুকুরিয়া, তাহার বায়ুকোণে ৪৭। বেলকুণ্ড,
 তাহার নৈঋতকোণে ৪৮। কেয়ারীকুণ্ড, তাহার বায়ুকোণে ৪৯।
 পাণিহারীকুণ্ড। তাহার বায়ুকোণে ৫০। চড়খোর, তাহার বায়ুকোণে
 ৫১। শ্রীবন্দাকুণ্ড ঐ কুণ্ডের তীরে শ্রীবন্দার প্রতিমূর্তি। এইস্থান
 নন্দীশ্বরের পশ্চিম। তাহার উত্তরে ৫২। রঞ্জখোর, তাহার উত্তরে
 ৫৩। শ্রীকৃষ্ণীকুণ্ড। তাহার পূর্বে (কিকিৎ উত্তর দিশা) ৫৪।
 দোহনীকুণ্ড, তাহার উত্তরে ৫৫। পাতরাকীকুণ্ড তাহার ঈশানকোণে
 ৫৬। পিপ্রারকুণ্ড তন্নিকটে রামপুকুরিয়াকুণ্ড বিরাজমান। বর্ণিত
 ছাপ্পানকুণ্ড দর্শন করিতে চারি দিবস সময় লাগিয়া থাকে।

অবশিষ্ট লীলাস্থলী, যথা,—পাণিহারীকুণ্ডের পূর্বে এবং নন্দীশ্বর
 পর্বতের নৈঋতকোণে শ্রীকৃষ্ণ চরণচিহ্ন বিরাজমান। চরণচিহ্ন থাকা
 গতিকে ঐ স্থানের নাম চরণপাতাড়ী বলিয়া বিখ্যাত। চরণচিহ্নের
 পূর্ব দিকে গাভা—খোরেরচিহ্ন অবস্থিত। তাহার ঈশানকোণে ময়ূর-
 কুটী, তাহার পূর্বদিকে শ্রীকৃষ্ণের নানা প্রকার খেলার চিহ্ন বিরাজমান।
 তাহার পূর্বে যুগল উপবেশন স্থল। তাহার পূর্বে পর্বতের নিয় প্রান্তে
 এবং নন্দীশ্বরের নৈঋতকোণে শ্রীশ্রীখড়কীশ্বর মহাদেব অবস্থিত।
 তাহার ঈশানকোণে শ্রীশ্রীনন্দমহল ও নন্দীশ্বর মহাদেব।

শ্রীশ্রীমন্দির,—শ্রীনন্দ ভবনের উত্তরে শ্রীশ্রীযশোদানন্দনের মন্দির,
 নন্দ ভবনের নৈঋতকোণে শ্রীশ্রীরাধারমণের মন্দির, গ্রামের দক্ষিণে
 শ্রীনৃসিংহজীউর মন্দির বিরাজমান।

শ্রীশ্রীবর্ষাণ ও নন্দীশ্বরের প্রসিদ্ধ মেলা,—

১। ভাদ্র কৃষ্ণাপ্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত নয় দিবস সময়
 শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মলীলা উপলক্ষে শ্রীশ্রীনন্দগ্রামে মেলা বসিয়া থাকে।

୨। ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାଧିକାଜୀଉର ଶୁଭ ଜନ୍ମଲୀଳା ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଭାସୁପୁରେ ମହାସମାରୋହେ ସମ୍ପନ୍ନ ହইয়া থাকେ । ଏହି ତିଥି ହইତେ ଭାଦ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀବର୍ଷାଣେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ କୌତୁକ ହইয়া থাকେ ।

୩। ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳାଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀବର୍ଷାଣେ ହୋରୀଲୀଳା ଉପଲକ୍ଷେ ମେଳା ବସିয়া থাকେ ।

୪। „ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀନନ୍ଦୀଶ୍ଵରେ ହୋରୀଲୀଳା ଉପଲକ୍ଷେ ମେଳା ବସିয়া থাকେ ।

ইতি শ্রীশ্রীনন্দীশ্বর দর্পণ বর্ণন সম্পূর্ণ ।

শ୍ରীଶ୍ରୀଜୀବଟ ।

ଶ୍ରୀନନ୍ଦୀଶ୍ଵরের ଦୁଇ ମাইল ଈଶାନକୋଣେ অবସ୍ଥିତ । ଗ୍ରାମের পশ୍ଚିমে ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାଧାକାନ୍ତେର ମନ୍ଦିର । ଗ୍ରାମের পୂର୍ବଭାଗେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀକିଶୋରୀବଟ, କିଶୋରୀଜୀଉ ଓ ୧। କିଶୋରୀକୁଣ୍ଡ ବିରାଜମାନ । ଐ କୁଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣେ ୨। ସିଦ୍ଧକୁଣ୍ଡ অবସ୍ଥିତ । ତାହାର ନୈଶ୍ଵାତେ ଏବଂ ଗ୍ରାମের ଦକ୍ଷିଣେ ୩। କୁନ୍ତଳକୁଣ୍ଡ ନାମାନ୍ତର ନୀପକୁଣ୍ଡ । ତାହାର ଉତ୍ତରେ କ୍ଷ୍ମକୁଣ୍ଡ ୪। ନାମାନ୍ତର ବନ୍ଧକୁଣ୍ଡ । ତାହାର ପଶ୍ଚିমে ୫। ଯୁକ୍ତାକୁଣ୍ଡ ନାମାନ୍ତର ଗହେନା । ତାହାର ନୈଶ୍ଵାତକୋଣେ ୬। ବଂସଧୋର । ଏখানে ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେର ନିକଟେ ସୁବଳବେଶେ ଶ୍ରୀରାଧିକାଜୀଉ ଉପସ୍ଥିତ ହইয়াছিলেন । ତାହାର ଉତ୍ତରେ ୭। ଡହରବନ ତାହାର ଉତ୍ତରେ ୮। ଯୁଗଳକୁଣ୍ଡ । ତାହାର ଉତ୍ତରେ ୯। ବିହ୍ଵଳକୁଣ୍ଡ । ତାହାର ପଶ୍ଚିমে ୧୦। ବେରିয়া ଅର୍ଥାଂ କୁଳବୃକ୍ଷେର ସ୍ଥାନ । ତାହାର ଉତ୍ତରେ ୧୧। କାନିହାରୀକୁଣ୍ଡ । ତାହାର ଅଗ୍ନିକୋଣେ ଏବଂ ବିହ୍ଵଳକୁଣ୍ଡର ଈଶାନେ ୧୨। ଲାଢ଼େଲୀକୁଣ୍ଡ । ତାହାର ଈଶାନେ ୧୩। ନାରଦକୁଣ୍ଡ । ତାହାର

পূর্বে ১৪। ধর্ম্যকুণ্ড ! তাহার দক্ষিণে ১৫। শ্রীশ্রীপারলগঙ্গা পিয়ল
কুণ্ড নামে বিখ্যাত। এই কুণ্ড জাবটের বায়ুকোণে অবস্থিত। ঐ
কুণ্ডের পশ্চিম তীরে একটা প্রাচীন ফুল বৃক্ষ আছেন। কথিত আছে,
শ্রীরাধিকাজীউ নিজ হস্তে এই বৃক্ষ বোপণ করিয়াছিলেন। এই বৃক্ষের
ফুল বহু যত্নে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মালাব জুতা ব্যবহার করিতেন। এই বৃক্ষের
নাম পারিজাত বৃক্ষ। প্রতি বৈশাখ মাসে অতি সুগন্ধী ফুল প্রস্ফুটিত
হইয়া থাকে। বর্ণিত পনর কুণ্ড শ্রীশ্রীজাবটের চতুর্দিকে বিবাজ
করিতেছেন।

ইতি শ্রীশ্রীজাবট দপণ বর্ণন সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীব্রজ দপণ গ্রন্থ হইতে এই অংশ উঠাইয়া দেওয়া গেল।

শ্রীব্রজমোহন দাস

শ্রীশ্রীরাধা কুণ্ড

১৯১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ।

